বীরাঙ্গনা কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

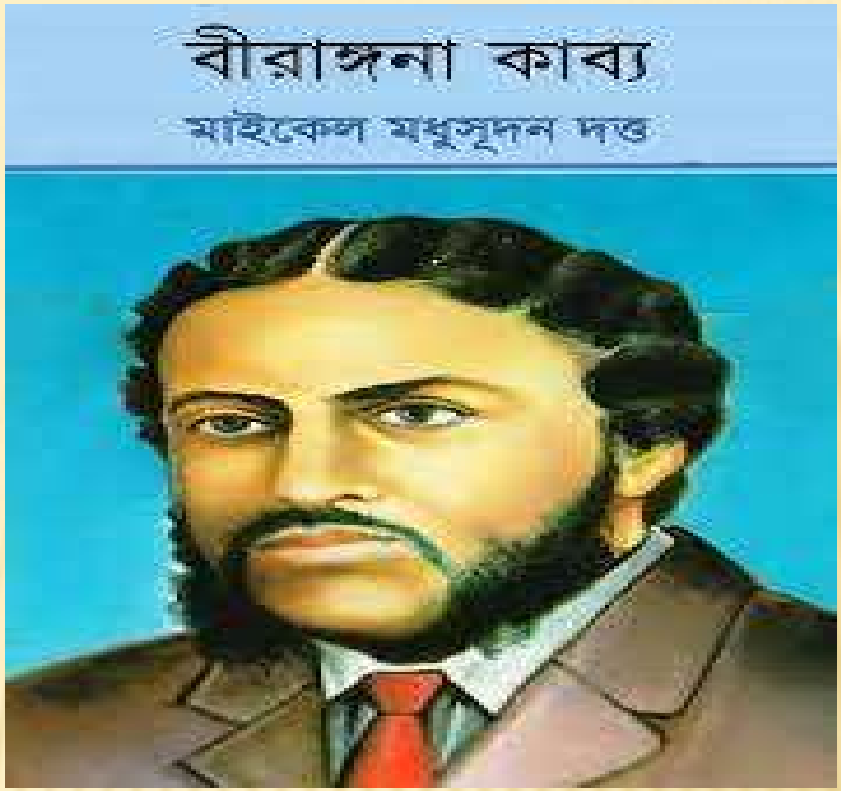

UJJWAL PRAMANIK SACT-1

DEPARTMENT OF BENGALI, SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

মাইকেল মধুসূদন দত্ত	
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	
স্থানীয় নাম	মধুসূদন দত্ত
জন্ম	২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ সাগরদাঁড়ি, যশোর, ব্রিটিশ ভারত (অধুনা বাংলাদেশ)
মৃত্যু	২৯ জুন ১৮৭৩ (বয়স ৪৯)[১] কলকাতা, ব্রিটিশ ভারত (অধুনা ভারত)
ছদ্মনাম	টিমোথি পেনপোয়েম
পেশা	কবি, নাট্যকার
জাতীয়তা	ব্রিটিশ ভারতীয়
বিষয়	সাহিত্য
সাহিত্য আন্দোলন	বাংলার নবজাগরণ
দাম্পত্যসঙ্গী	রেবেকা ম্যাকটাভিস হেনরিতা সোফিয়া হোয়াইট
সন্তান	নেপোলিয়ন শর্মিষ্ঠা

কাব্য / কাব্যের ধরন

1. *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* (১৮৬০) :-আখ্যান কাব্য
2. *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১):- মহাকাব্য
3. *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* (১৮৬১) :-গীতিকাব্য
4. *বীরাঙ্গনা কাব্য* (১৮৬২) :-পএকাব্য
5. *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* (১৮৬৫) :-সনেট জাতীয় কাব্য

অনুবাদ গ্রন্থ

1. *হেক্টর-বধ* (১৮৭১)

বীরাঙ্গনা কাব্য
রচনাকাল- ১৮৬১
প্রকাশকাল- ১৮৬২

উৎসর্গ- মধুসূদন দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এই কাব্যটি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে বিদ্যাসাগরকে বলে ছিলেন 'বঙ্গকূল চূড়ামনী'।

প্রেরণাঃ- ইতালিয় কবি Publious ovides Naso বা ovide প্রণিত Epistle of Heroides কাব্যের অনুসরণে রচিত।
অভিদের কাব্যে মোট পত্রের সংখ্যা ২১টি কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে পত্রের সংখ্যা ১১টি।

এগারোটি পত্রকাব্য গুলি হল –

১) দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা,

২) সোমের প্রতি তারা

৩) দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী,

৪) দশরথের প্রতি কেকয়ী,

৫) লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা,

৬) অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী,

৭) দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতি,

৮) জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা,

৯) শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী,

১০) পুরুরবার প্রতি ঊর্বশী,

১১) নীলধ্বজের প্রতি জনা

" বীরাঙ্গনা " কাব্যের পত্রিকা গুলির শ্রেণীবিভাগ

ক) প্রেমপত্রিকা - তারা , শুপর্নখা , ঊর্বশী ও রুক্মিণীর পত্র ।

(খ) প্রত্যাখ্যান পত্রিকা - দেবী জাহ্নবীর পত্র ।

(গ) স্মরণ পত্রিকা - শকুন্তলা , দ্রৌপদী , ভানুমতি , দুঃশলার পত্র ।

(ঘ) অনুযোগ পত্রিকা - কৈকেয়ী , জনার পুত্র ।

বীরাঙ্গনা কাব্যে বিভিন্ন ধরনের পত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রেমবিষয়ক পত্র, প্রেম প্রত্যাখ্যানজনিত পত্র এবং স্বামীর অত্যাচারে কিংবা দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ রমণী হৃদয়ের ক্ষোভের পত্র।

প্রচলিত ছিল যে, ভারতীয় নারী স্বামীর নিকট বিক্রীত। নারী তার দেহে, মনে স্বামীর কাছে আত্মনিবেদিত। তার নিজের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সংসারের নিয়ম-নীতিতে সে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কিন্তু মধুসূদনের কাব্য রচনা যেহেতু নবজাগরণের পরে সেহেতু তাতে ইউরোপীয় ব্যক্তি মানসের ছায়া পড়েছে।

যেমন ‘দশরথের প্রতি কেকয়ী’ এই পত্রে দশরথের অন্যায় কার্যে স্ত্রী কেকয়ী তাকে নানান ভাষায় নানানভাবে শ্লেষপূর্ণ বাক্যে রাজাকে অবজ্ঞা করছে। সে এ কথাও বলে বেড়াচ্ছে যে- সে এ পুরী ছেড়ে চলে যাবে এবং দেশে দেশে বলে বেড়াবে ‘পরম অধর্মচারী রঘুকুল পতি!’ পুত্রের সিংহাসন আরোহণ করানোর জন্য স্বামীর অন্যায়কে সে সহ্য করেনিÑ কারণ দশরথ অঙ্গীকার করেছে কেকয়ী পুত্র ভরতকে সিংহাসনে বসাবে। অঙ্গীকার ভেঙে রামকে কেন সিংহাসনে বসাচ্ছে। কেকয়ীর কাছে এটি অঙ্গীকার ভঙ্গের অপরাধ। অন্যান্য পত্রের মত এ পত্রখানিও ভাষার তীব্রতায় শ্রেষ্ঠ।

‘নীলধ্বজের প্রতি জনা’ পত্রে ও স্বামীর মীমাংসাকে মেনে নিতে পারেনি জনা। অশ্ব মেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরেছিল জনার পুত্র প্রবীর। পার্থের সঙ্গে যুদ্ধে সে নিহত হয়। কিন্তু পিতা নীলধ্বজ শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করেÑ এটা জনা সহ্য করতে পারেনি। স্বামীকে পুত্র হন্তার সঙ্গে মিত্রতা করার জন্য যে অবজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় লিখেছেÑ তারই নিদর্শন এ পত্র।

এভাবে স্বামীর অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ স্ত্রীর হৃদয়াবেগ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন পত্রে..।

ধন্যবাদ